❖ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য বাকযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থবান ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ করা হয়, তাকে সাধারণভাবে ভাষা (LANGUAGE) বলা হয়। ভাষা হল মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের প্রধান মাধ্যম। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বসবাস করেই তাকে বাঁচতে হয়। সাধারণ অবস্থায় সমাজ ব্যতীত মানুষ অস্তিত্বহীন। সমাজের সকল মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে তাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। মানুষে মানুষে এই মেলামেশা ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন থেকেই ভাষার উদ্ভব। ভাষায় মানুষ কে পশুকল্প আদিম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে মনন শীল করে তুলেছে, সাহিত্য শিল্প জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে অধিষ্ঠিত করেছে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে। পৃথিবীর সকল ভাষারই দুটি করে রূপ লক্ষ্য করা যায়। একটি হল "কথ্যভাষা", অন্যটি "লেখ্যভাষা"। দৈনন্দিন জীবনে মুখে মুখে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে কথ্যভাষা বলে। কথ্যভাষা লোক ব্যবহারে সর্বদা প্রচলিত বলে এর অন্য নাম "চলিত ভাষা"(অর্থাৎ চলন শীল রীতি)। অন্যদিকে স্থান- কাল-পাত্রের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য লিপির মাধ্যমে ব্যবহার বলা হয় "লেখ্যভাষা" বা "সাধু ভাষা"(শুদ্ধ ভাষা)। যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে তাকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। বৈয়াকরণরা আবার আর একশ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে উত্তরাধিকার লব্ধ নিজস্ব বলতে পারি। এই উত্তরাধিকার লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়- ক. তৎসম শব্দ,খ. অর্ধ- তৎসম শব্দ,গ.তদ্ভব শব্দ।

ক. তৎসম শব্দ:- যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (বৈদিক/ সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলায় এসেছে 'তৎসম' (Tatsama) শব্দ বলে। তৎ বলতে বোঝানো হয়েছে- মূল উৎস স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। তৎসম মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় বহু প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ- কৃষ্ণ, জল,বায়ু, সূর্য, মিত্র, লতা, বৃক্ষ, পুরুষ, নারী, জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি। তৎসম শব্দগুলিকে আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-১. সিদ্ধ তৎসম,২. অসিদ্ধ তৎসম।

১. সিদ্ধ তৎসম:- যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ,সেগুলি হল সিদ্ধ তৎসম। উদাহরণ- সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, লতা, নর ইত্যাদি।

২.অসিদ্ধ তৎসম:- যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে বিশিষ্ট ভাষাত্বাত্তিক ড.সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। উদাহরণ- কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল, বৃক্ষশাখা ইত্যাদি।

খ. **অর্ধ তৎসম শব্দ:-** যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য(বৈদিক/ সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলা এসেছে এবং আসার পথে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে সেই শব্দগুলিকে অর্ধ-তৎসম (Semi Tatsama) শব্দ বলে। উদাহরণ- কৃষ্ণ>কেষ্ট, নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, ক্ষুধা>খিদে, রাত্রি>রাত্তির ইত্যাদি।

গ.তদ্ভব শব্দ:- যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। উদাহরণ- ইন্দ্রাগার>প্রাকৃত ইন্দাআর>বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত কৃষ্ণ>প্রাকৃত কনহ>বাংলা কানু। তদ্ভব শব্দকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- ১.নিজস্ব তদ্ভব,২. কৃতঋণ তদ্ভব।

১. নিজস্ব তদ্ভব:- যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব শব্দ বলতে পারি। উদাহরণ- ইন্দ্রাগার>ইন্দ্রাআর>ইন্দারা, উপাধ্যায়>উবজঝঅ>ওঝা।

২. কৃতঋণ তদ্ভব :- যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো- ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan Word) হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলা এসেছে সেসব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশি তদ্ভব শব্দ বলে। উদাহরণ- সংস্কৃত দ্রম্য/প্রাকৃত দ্রম্ম/ বাংলার দাম।

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ:- যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্যভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ (Loan Word) বলে। এই কৃতঋণ শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা- ১.দেশি শব্দ, ২. বিদেশি শব্দ।

১. দেশি শব্দ:- যেসব শব্দ এদেশেরই অন্যভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলা এসেছে তাকে দেশি শব্দ বলে। দেশি শব্দকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-ক. আর্য,খ. অনার্য।

ক.আর্য:- হিন্দি থেকে লাগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ, মস্তান, ঘেরাও। এগুলির মধ্যে যেগুলি মূলত আরবি- ফারসি শব্দ, সেগুলি আরবি ফারসি থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলে সেগুলোকে "দেশি শব্দ" রূপে গ্রহণ করতে হবে।

খ. অনার্য:- অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব,ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, কুলা, ঝিঙ্গা ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দ:- যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে। উদাহরণ- স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোট, লাট, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:-

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা:-ড. রামেশ্বর শ।